প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নীতিমালা-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-এর ১৭ (খ) ও ২১ (২) অনুচ্ছেদ এবং সরকারি চাকুরি আইন ২০১৮ এর ধারা ১৭ এর উদ্দেশ্যপূরণ কল্পে দক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১. **এই নীতিমালা 'প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নীতিমালা-২০২২' নামে অভিহিত হবে।**

২. **কতিপয় সংজ্ঞা:**

ফেলো: 'ফেলো' বলতে এই নীতিমালার অধীনে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বুঝাবে।

ফেলোশিপ: 'ফেলোশিপ' বলতে এই নীতিমালার অধীনে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপকে বুঝাবে।

৩. **ফেলোশিপের উদ্দেশ্যাবলী:**

(৩.১) মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি;

(৩.২) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ/ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা;

(৩.৩) দক্ষ ও যোগ্য মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বৈদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার (মাস্টার ডিগ্রী ও পিএইচডি) সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. **ফেলোশিপ কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা:**

৪.১) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ফেলোশিপ কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।

(৪.২) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট বাজেট চক্র অনুসরণ করে প্রতি অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন গ্রহণ করবে। বাজেট প্রনয়নের পূর্বে প্রতি অর্থ বছরের জন্য একটি বার্ষিক ফেলোশিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যাতে আসন্ন জুলাই-জুন সময়ে কোন ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ কতজন করে প্রার্থীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে এবং ইতিপূর্বে প্রেরীত ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ফেলোদের উক্ত অর্থ বছরের চাহিদা সম্বলিত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকবে এবং পরিকল্পনাটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করতে হবে।

(৪.৩) ফেলোশিপ কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও ফেলোশিপ সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়াদি (ফেলোদের টিউশন ফি ও অন্যান্য ভাতা প্রদান) গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর উপর ন্যস্ত থাকবে এবং ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(৪.৪) ফেলো নির্বাচনের জন্য একটি ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটি এবং ফেলোশিপ কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

(৪.৫) ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক গঠিত/ অনুমোদিত মনিটরিং টিম অধ্যয়নরত ফেলোগণের অধ্যয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করবে।

৫. **ফেলোশিপের সংখ্যা, প্রকারভেদ ও মেয়াদ:**

(৫.১) ফেলোশিপের সংখ্যা : প্রতিবছর মাস্টার ডিগ্রী এর জন্য ৪০টি এবং পিএইচডি এর জন্য ১৫টি ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। তবে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন স্বাপেক্ষে এই সংখ্যার হ্রাস/ বৃদ্ধি হতে পারে।

(৫.২) ফেলোশিপের প্রকারভেদ : শুধুমাত্র বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাস্টার ডিগ্রী এবং পিএইচডি অধ্যয়নের জন্য এ ফেলোশিপ প্রদান করা হবে।

(৫.৩) ফেলোশিপের কোটা: ফেলোশিপ প্রদানের ক্ষেত্রে বিসিএস কর্মকর্তাদের জন্য ৬৫%, নন বিসিএস সরকারী কর্মকর্তাদের (বিসিএস ব্যতীত অন্যান্য ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) জন্য ২৫% এবং সাধারণ প্রার্থীদের জন্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ) ১০% কোটা সংরক্ষিত থাকবে।

(৫.৪) ফেলোশিপের মেয়াদ: মাস্টার ডিগ্রী'র জন্য সর্বোচ্চ ২ বছর এবং পিএইচডি ডিগ্রী'র জন্য সর্বোচ্চ ৩ বছরের ফেলোশিপ প্রদান করা হবে। কোন অবস্থাতেই এর অতিরিক্ত মেয়াদে ফেলোশিপ প্রদান করা হবেনা।

৬. **ফেলোশিপে প্রদত্ত সুবিধাদি :**

এই ফেলোশিপের অধীনে বিদেশে অধ্যয়নের জন্য টিউশন ফি, জীবনধারণ ভাতা, সংস্থাপন ব্যয়, শিক্ষা উপকরণ ভাতা, স্বাস্থ্যবীমা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও সেমিনার ভাতা প্রদান করা হবে।

* ভাতার হার পরিশিষ্ট 'ক' সদয় দ্রষ্টব্য

৭. ফেলোশিপের আওতায় অধ্যয়ন/ গবেষণার ক্ষেত্রসমূহ:

(৭.১) উন্নত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে ফেলোশিপ প্রদানে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রাধান্য দেয়া হবেঃ Economics, Sociology, Public Policy, Public Sector Management, Political Science, Finance, Law, Environment and Climate Change, Information and Communication Technology, Diplomacy, Agriculture, Applied Sciences (Biological, Medical science, Engineering, etc.)

৭.১.১ ক্যাডার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন / গবেষণার বিষয় আবশ্যিকভাবে চাকরি সংশ্লিষ্ট হতে হবে;

৭.১.২ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অধ্যয়ন / গবেষণার বিষয় আবশ্যিকভাবে স্ব স্ব বিষয় সংশ্লিষ্ট হতে হবে;

(৭.২) উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনে হালনাগাদ করা হবে।

৮. ফেলোশিপ আবেদনকারীর যোগ্যতা ও শর্তাবলিঃ

(৮.১) বাংলাদেশের নাগরিক যারা ইতিপূর্বে বিদেশে কোন মাস্টার ডিগ্রী বা পিএইচডি করেননি বর্ণিত ফেলোশিপের আওতায় তারা মাস্টার ডিগ্রী বা পিএইচডির জন্য আবেদন করতে পারবেন। সরকারি চাকুরিজীবীর ক্ষেত্রে যাদের চাকুরি স্থায়ী হয়েছে শুধুমাত্র তারাই আবেদনের যোগ্য হবেন।

৮.১.১ সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর কোন কর্মকর্তা দেশে বা বিদেশে সরকারি সুবিধার আওতায় (প্রেষণে বা শিক্ষা ছুটিতে) কোন মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করে থাকলে তিনি একই ডিগ্রী সম্পন্ন করার নিমিত্ত ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৮.১.২ বেসরকারি প্রার্থীর ক্ষেত্রে কোন প্রার্থী ইতোমধ্যে বিদেশে কোন মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করে থাকলে তিনি একই ডিগ্রী সম্পন্ন করার নিমিত্ত ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৮.১.৩ পিএইচডি সম্পন্নকৃত প্রার্থীর আবেদন ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।

(৮.২) আবেদনকারীকে প্রত্যাশিত ডিগ্রীর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full time)] আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত এডমিশন অফারে উল্লিখিত ভর্তির শেষ তারিখ বিজ্ঞপ্তি বছরের ১ জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে হতে হবে। Post Graduate Diploma (PGD) leading to Masters (মাস্টার ডিগ্রীর ক্ষেত্রে) অথবা MPhil leading to PhD (পিএইচডি এর ক্ষেত্রে) এর অফার লেটার বিবেচনা করা হবে না।

(৮.৩) বিজ্ঞপ্তি বছরের The Times Higher Education World University Overall Rankings অনুযায়ী মাস্টার ডিগ্রী এর জন্য ১ থেকে ২০০ এবং পিএইচডি এর জন্য ১ থেকে ১০০ এর মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে অফার লেটার আনয়ন করতে হবে।

(৮.৪) শিক্ষাজীবনের কোন পর্যায়ে ৩য় শ্রেণি (সিজিপিএ ২.৫ এর নিম্নে) গ্রহনযোগ্য হবে না।

(৮.৫) আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর (valid) TOEFL iBT/IELTS (Academic)/ PTE Academic স্কোর থাকতে হবে। IELTS (Academic) এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৬.৫, TOEFL iBT এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৮৮ ও PTE Academic এর Overall/ সর্বমোট স্কোর হতে হবে ন্যূনতম ৫৯। পিএইচডি প্রার্থীর ক্ষেত্রে আবেদনের জন্য English Proficiency Test score বাধ্যতামূলক নয়।

(৮.৬) আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখে পিএইচডি ও মাস্টার ডিগ্রী উভয় ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর হতে হবে।

(৮.৭) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে নির্ধারিত ফরমের সুনির্দিষ্ট আংশে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরসহ আবেদন দাখিল করতে হবে। অন্য কোন সরকারি/বেসরকারি/আন্তর্জাতিক বৃত্তি/ফেলোশিপপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আংশিক বৃত্তি প্রাপ্তগণ আবেদন করতে পারবেন। তবে বৃত্তির তথ্য উল্লেখ পূর্বক সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

(৮.৮) ইতোমধ্যে বিদেশে স্থায়ী বসবাসের জন্য নিজ বা স্পাউস অথবা পিতা মাতার মাধ্যমে আবেদন করেছেন বা অনুমতিপ্রাপ্ত হয়েছেন এরূপ ব্যক্তিগণ ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

(৮.৯) ফেলোশিপের ফলাফল ঘোষণার পর ফেলোদের অধ্যয়নের বিষয় পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তন, দেশ পরিবর্তন করা যাবে না বা এসংক্রান্ত কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/ মনোনীত প্রার্থীগণকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রার্থী ব্যক্তিগত কোন কারণে নির্ধারিত কোর্সে বা নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে তাঁর ফেলোশিপ সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(৮.১০) ফেলোশিপের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে এবং তার গ্যারান্টরকে আলাদাভাবে নির্ধারিত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত নিয়মে মুচলেকা সম্পাদন করতে হবে।

৯. ফেলোশিপের অন্যান্য শর্তাবলি:

(৯.১) ফেলোশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধ্যয়নকালীন অন্যকোন দেশে বা বাংলাদেশে ভ্রমণ/অবস্থান করার প্রয়োজন হলে তা পূর্বেই ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

(৯.২) প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ গ্রহণকারী কোন ফেলো বা সরকারি কর্মকর্তা অধ্যয়নকালীন কোন দেশে নিজে বা স্পাউসের মাধ্যমে PR (Permanent residentship) বা গ্রীনকার্ড বা নাগরিকত্বের আবেদন করতে অথবা PR / গ্রীনকার্ড বা নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে পারবেন না। এরূপ কেহ করলে তার ফেলোশিপ তৎক্ষণাত বাতিল করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

(৯.৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আদেশ/ পরিপত্র/ নীতিমালার শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

(৯.৪) ফেলোগণ গন্তব্য দেশে পৌঁছে, সেদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি মিশনে নিজেদের নাম, স্থানীয় ঠিকানা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যাদি অবহিত করবে।

(৯.৫) ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম ০২ বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করতে হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৯.৬) আবেদনে কোন মিথ্যা তথ্য বা যে কোন ধরনের জালিয়াতি ফেলো নির্বাচন বা ফেলোশিপ এর যে কোন পর্যায়ে উদ্ঘাটিত হলে আবেদন/ ফেলোশিপ তাৎক্ষণিক বাতিল হিসেবে গণ্য হবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(৯.৭) ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ, ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ফেলোশিপ সংক্রান্ত বা অধ্যয়ন শেষে ফেলোগণের দেশে ফেরা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং ফেলোশিপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অন্যান্য যেকোন বিষয়ে যেকোন নতুন শর্ত সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে।

১০. ফেলোশিপের জন্য আবেদন আহ্বান ও জমা প্রদানের পদ্ধতি:

(১০.১) **আবেদন আহ্বান:** প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের জন্য প্রতি অর্থবছরে একবার আবেদন আহ্বান করা হবে। গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর ওয়েবসাইটে এবং ন্যূনতম ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আবেদন আহ্বান করা হবে।

(১০.২) আবেদন প্রক্রিয়াঃ

১০.২.১. প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের জন্য আবেদন অনলাইনে করতে হবে। আবেদনকারীকে ফেলোশিপ এর ওয়েবসাইট pmfellowship.pmo.gov.bd এ প্রবেশ করে Eligibility Test এ অংশগ্রহণ করতে হবে। Eligibility Test এ উত্তীর্ণ আবেদনকারী ফেলোশিপের ওয়েবসাইটে নিজের একটি ই-মেইল একাউন্ট ও মোবাইল ফোন নম্বর ভেরিফাইড একাউন্ট খুলতে পারবেন। উক্ত একাউন্টের মাধ্যমে একজন আবেদনকারী তার আবেদন তৈরি এবং জমা প্রদান করতে পারবেন। আবেদন জমা/ সাবমিট করার পূর্ব পর্যন্ত একাধিকবার আবেদন সংশোধন করা যাবে। আবেদন জমা দেয়ার পর আবেদনকারী আবেদনের একটি আইডি নম্বরসহ (application ID) ই-মেইল ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিশ্চয়তাসূচক (Confirmation) বার্তা পাবেন। আবেদনকারীকে আবেদন নম্বরটি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত আবেদন আইডি নম্বরটি আবেদনপত্র ট্র্যাকিং এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত পরবর্তী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

১০.২.২. অনলাইনে আবেদন জমাপ্রদান/সাবমিট এর পরে উক্ত আবেদনটির প্রিন্ট আউট নিতে হবে। এই প্রিন্ট আউটটি আবেদনের হার্ডকপি হিসেবে বিবেচিত হবে। আবেদনের হার্ডকপি এ কার্যালয়ে প্রেরণের প্রয়োজন নেই। তবে, আবেদনের একটি হার্ডকপি আবেদনকারী নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে তা ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবেন।

১০.২.৩. তিনটি Applicant Category এর মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে। বিসিএস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণ "বিসিএস সরকারি কর্মকর্তা", অন্যান্য সকল সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তাগণ "নন বিসিএস সরকারি (বিসিএস ব্যতীত অন্যান্য)" এবং বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের জন্য "বেসরকারি ক্যাটাগরি"তে আবেদন করতে পারবেন।

১০.২.৪. আবেদন ফরমে Applicant Category নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিসিএস কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ 'নন বিসিএস সরকারি (বিসিএস ব্যতীত অন্যান্য)' ক্যাটাগরিতে বিবেচিত হবেন। যেমন: সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

১০.২.৫. বেসরকারি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে সরকারি এবং নন বিসিএস সরকারি ক্যাটাগরির নয় এমন সকল প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন।

(১০.৩) অনলাইন আবেদনপত্রের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত থাকতে হবে:

১০.৩.১ বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) Unconditional offer letter (full-time) এর PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

১০.৩.২ সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বপক্ষে প্রমাণক হিসেবে সার্টিফিকেট ও মার্কসিট/ ট্রান্সক্রিপ্ট এর PDF ভার্সন সংযুক্ত/ Upload করতে হবে;

১০.৩.৩ Statement of Purpose: Applicant's suitability for the scholarship, Purpose of selecting the particular subject/ topic and the university, linkage of proposed study to the development of Bangladesh, future prospects of utilizing the acquired knowledge through this study program এবং professional experience উল্লেখ করে ইংরেজিতে অনধিক ৫০০ শব্দে 'Statement of Purpose' নির্ধারিত স্থানে টাইপ করতে হবে। উক্ত 'Statement of Purpose' এর কোন অংশেই আবেদনকারীর নাম ব্যবহার করা যাবে না, তবে বর্তমান ও পূর্ববর্তী পদবি, কর্মস্থল ব্যবহার করা যাবে।

১০.৩.৪ TOEFL iBT/ IELTS (Academic)/ PTE Academic পরীক্ষার ফলাফল এর PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

১০.৩.৫ অভিজ্ঞতার সনদ (শুধুমাত্র বেসরকারি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে) এর PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

১০.৩.৬ জাতীয় পরিচয় পত্র এবং পাসপোর্ট এর সনাক্তকরণ পৃষ্ঠা (National Identity Card-NID and Passport Identification page) এর PDF ভার্সন Upload করতে হবে;

১০.৩.৭ আবেদনকারীর সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবির JPG/JPEG ফরম্যাট Upload করতে হবে;

১০.৩.৮ রেকমেন্ডেশন ও ফরওয়ার্ডিং ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে আবেদনকারী এবং তার কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর (তারিখসহ) ও সীলসহ (যথাস্থানে) Upload করতে হবে;

১০.৩.৯ আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে, চাকরি স্থায়ী হতে হবে এবং চাকরি স্থায়ী হওয়ার প্রমাণক (গেজেট নোটিফিকেশন এর PDF ভার্সন যথাস্থানে Upload করতে হবে।

১১. ফেলো নির্বাচন/বাছাই পদ্ধতি:

(১১.১) দুটি পর্যায়ে ফেলো বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

(১১.২) প্রাথমিক পর্যায়ে মাস্টার ডিগ্রী এর জন্য একাডেমিক ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং ও English Proficiency Test স্কোর এর ভিত্তিতে এবং পিএইচডি প্রার্থীর ক্ষেত্রে একাডেমিক ফলাফল, বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং ও Statement of Purpose এ প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রাথমিক মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

(১১.৩) ২য় পর্যায়ে মাস্টার ডিগ্রী এর জন্য Statement of Purpose, লিখিত পরীক্ষা, উপস্থাপনা, মৌখিক পরীক্ষা এবং চাকুরি কাল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে এবং পিএইচডি প্রার্থীর ক্ষেত্রে Research proposal, লিখিত পরীক্ষা, উপস্থাপনা, মৌখিক পরীক্ষা এবং চাকুরি কাল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিবেচনায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

(১১.৪) ২য় পর্যায়ের মেধা তালিকা প্রস্তুত করার জন্য প্রাথমিক মেধা তালিকা হতে একটি ফেলোশিপের বিপরীতে তিন জন প্রার্থী মেধাক্রম অনুযায়ী বাছাই করা হবে। তবে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী না থাকলে সকল প্রার্থীকেই ২য় পর্যায়ের বাছাই পরীক্ষায় ডাকা হবে।

(১১.৫) ফেলোশিপ নির্বাচন/বাছাই প্রক্রিয়ার নম্বর বিভাজন পরিশিষ্ট 'খ' সদয় দ্রষ্টব্য।

১২. ফেলোশিপ এর ধারাবাহিকতা:

(১২.১) মাস্টার ডিগ্রী ফেলোদের ২য় বছর হতে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্তির জন্য পূর্ববর্তী বছরের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে প্রমাণ জমা দিতে হবে।

(১২.২) পিএইচডি ফেলোদের ২য় বছর হতে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

১২.২.১ ফেলোদের পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কাজের সন্তোষজনক অগ্রগতির স্বপক্ষে তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন;

১২.২.২ তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত সম্পাদিত কাজের তথ্যবহুল প্রতিবেদন;

১৩. প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ পরিচালনা কমিটিসমূহ:

(১৩.১) ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটি: প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের জন্য প্রার্থী বাছাই এবং ফেলোদের অধ্যয়ন ও গবেষণা সংক্রান্ত দৈনন্দিন সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা/নিরসনের জন্য নিম্নরূপ ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটি থাকবে:

(ক)	মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সভাপতি
(খ)	বিষয় বিশেষজ্ঞ (শুধুমাত্র পিএইচডি ফেলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিষয়/বিভাগ/অনুষদ ভিত্তিক)	সদস্য
(গ)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক/অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট পরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত)	সদস্য
(ঙ)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
(চ)	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
(ছ)	পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কতৃক নির্ধারিত)	সদস্য
(জ)	সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত)	সদস্য-সচিব

১৩.১.১ শুধুমাত্র পিএইচডি ফেলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের নিরীখে বিষয়/বিভাগ/অনুষদ ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সদস্য হিসেবে বর্ণিত কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং তারা শুধুমাত্র ফেলো নির্বাচনকালীন এই কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩.১.২ ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের জন্য প্রার্থী বাছাই ও সুপারিশ করবেন এবং ফেলোদের লেখা-পড়া ও গবেষণা এবং অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা ও সুপারিশ করবেন।

(খ) ফেলোশিপের জন্য প্রার্থী বাছাই/নির্বাচন কালে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদন যাচাই/বাছাই, আবেদনের দ্বৈততা পরীক্ষাকরণ এবং প্রাথমিক মেধা তালিকা প্রস্তুতকরণ, চূড়ান্ত মেধা তালিকার প্রস্তুতের জন্য পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ, প্রয়োজনে Statement of Purpose এবং Research proposal মূল্যায়ন করবেন। ফেলোশিপের জন্য চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রস্তুত করে ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(গ) মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঘ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য পরিবর্তন/ কো-অপ্ট করতে পারবে।

(১৩.২) ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটি: ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ফেলোশিপ তালিকা চূড়ান্তকরণ এবং নীতি নির্ধারণী বিষয়সহ ফেলোশিপ কার্যক্রম তদারকির জন্য একটি নিম্নরূপ ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে:

(ক)	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সভাপতি
(খ)	মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য

(গ)	সিনিয়র সচিব/ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
(ঘ)	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক	সদস্য
(ঙ)	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এর প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নিচে নয়)	সদস্য
(চ)	অর্থ বিভাগ প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব এর নিচে নয়)	সদস্য
(ছ)	মহাপরিচালক, গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য-সচিব

১৩.২.১ ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) এই কমিটি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ এর সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে এবং ফেলোশিপ কার্যক্রম তদারকি করবেন।

(খ) এই কমিটি প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত মেধা তালিকা হতে ফেলোশিপ প্রাপ্তির তালিকা চূড়ান্ত করবে।

(গ) এই নীতিমালায় উল্লেখ নেই এরুপ যেকোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান এবং নীতিমালার সংশোধন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এর অনুপস্থিতিতে মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) এ কমিটি প্রয়োজন অনুসারে পিএইচডি ও মাষ্টার ডিগ্রীর ক্ষেত্রে অধ্যয়নের বিষয় (subject areas) নির্ধারণ করতে পারবেন।

(চ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৪. ফেলোশিপের মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ :

(১৪.১) মূল্যায়ন প্রতিবেদন: প্রতি ৬(ছয়) মাস অন্তর পিএইচডি ফেলোগণকে তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটি বরাবরে দাখিল করতে হবে।

(১৪.২) সমাপনী প্রতিবেদন: ফেলোগণ ফেলোশিপ সমাপ্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। প্রতিবেদনের সাথে সফট কপিসহ থিসিস/গবেষণাপত্র এর একটি কপি এ কার্যালয়ে জমা দিবেন।

(১৪.৩) সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভা: ফেলোগণকে গবেষণা কার্যক্রমের লব্ধজ্ঞান বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদানের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেসন ইউনিট বছরে এক বা একাধিকবার সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভার আয়োজন করবে। উক্ত সেমিনার/কর্মশালা/মূল্যায়ন সভায় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন এরূপ ফেলোদের মধ্যে মনোনীত ফেলোগণ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন।

১৫. ফেলোশিপের ভাতা প্রদান:

(১৫.১) ভ্রমণ ভাতা (one way), সংস্থাপন ব্যয় এবং শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত প্রদেয় ভাতা অগ্রিম হিসেবে সরাসরি চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। বাকি ভ্রমণ ভাতা ফেলো কোর্স সমাপনান্তে দেশে ফেরত আসার পর চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

(১৫.২) ১ম বছরের জীবনধারণভাতা এবং স্বাস্থ্যবীমা ভাতা ফেলো গন্তব্য দেশে পৌছানোর পর তাঁর বিদেশস্থ ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে।

(১৫.৩) বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিকুইজিশনের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে টিউশন ফি সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করা হবে।

(১৫.৪) ফেলোর শিক্ষা/গবেষণা কর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২য় বছর হতে পরবর্তী জীবনধারন ভাতা ও স্বাস্থ্যবীমা ভাতা বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ফেলোর বিদেশস্থ ব্যাংক হিসাব নম্বরে প্রেরণ করা হবে।

(১৫.৫) তথ্য সংগ্রহ বা ইন্টার্নশিপ বা অধ্যয়নজনিত অন্য যে কোন কারণে একজন মাস্টার ডিগ্রী ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ২ মাস এবং একজন পিএইচডি ফেলো এককালীন বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৪ মাস অবস্থান করতে পারবেন। এর বেশি অবস্থান করলে তিনি স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্ত হবেন। তবে ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই

সপ্তাহের বেশী বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবেন না। ব্যক্তিগত কারণে একজন ফেলো দুই সপ্তাহের বেশী বাংলাদেশে অবস্থান করলে সংশ্লিষ্ট ফেলো অতিরিক্ত সময়ে স্থানীয় হারে জীবনধারণ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(১৫.৬) সেমিনারে অংশগ্রহণ ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করার প্রত্যয়নসহ প্রমানক দাখিল সাপেক্ষে সেমিনারে অংশগ্রহণের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হবে।

(১৫.৭) ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এবং চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে কোন ফেলো যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি/রেজিস্ট্রেশন ফি/এন্ট্রাস ফি/কনফারমেশন ফি ইত্যাদি প্রদান করে থাকেন তাহলে উক্ত ফি তার ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হবে।

(১৫.৮) বিদেশে অধ্যয়নরত কোন ফেলো যদি জরুরী প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি নিজেই প্রদান করেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনভয়েস ও তার প্রদানকৃত টিউশন ফির রিসিট প্রাপ্তি সাপেক্ষে সমপরিমান টিউশন ফির অর্থ তার ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবে প্রদান করা হবে।

(১৫.৯) কোন অবস্থাতেই নির্দিষ্ট মেয়াদের অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোন রকমের ভাতা প্রদান করা হবে না।

১৬. মুচলেকা সম্পাদন

(১৬.১) ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম ০২ বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করবেন মর্মে দুই জন সাক্ষীর [সরকারি কর্মচারী (৫ম গ্রেড বা তার উর্ধ্বে) বা স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধির (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান)] স্বাক্ষরসহ বিধি মোতাবেক ৬০০ (ছয়শত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে বন্ড প্রদান করবেন যে, ফেলো কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক এবং মনোনীত ফেলো গবেষণা/কোর্স সম্পন্ন না করলে অথবা গবেষণা/কোর্স পরিত্যাগ করলে অথবা ফেলোশিপ বাতিল করা হলে অথবা বিদেশে কোর্স সম্পাদনের পর বাংলাদেশে ফেরত না আসলে ফেলোশিপ হতে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবেন।

(১৬.২) ফেলোর বন্ডে সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তগণকেও এই মর্মে পৃথক বন্ড দাখিল করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ফেলো অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ০২ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত না করলে অথবা দেশে ফিরে না আসলে, তারা যৌথভাবে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা সরকারকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। উল্লেখ্য, ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৭. ফেলোশিপ স্থগিত ও বাতিল: শিক্ষা/গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা ফেলোশিপের শর্তাবলি ভঙ্গ করলে বা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা অধ্যয়রত/গবেষণারত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ভঙ্গ করলে অথবা দেশে-বিদেশে দন্ড প্রাপ্ত হলে ফেলোশিপ স্টিয়ারিং কমিটি যে কোন সময় ফেলোশিপ স্থগিত ও বাতিল করতে পারবে।

১৮. বিবিধ: প্রয়োজনবোধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে যেকোন সময় এই নীতিমালা পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা যাবে।

20/6/2022

(ড. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ)

মহাপরিচালক

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট